চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী রাজ্জাক খানের নির্বাচনী জনসভা

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৭৯ চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে নির্বাচনী সমাবেশে করেছেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক উপকমিটির সদস্য মিনিস্টার মাইওয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব এম.এ রাজ্জাক খান রাজ সিআইপি।

আজ বৃহস্পতিবার বিকালে আলমডাঙ্গার জেহালা ইউনিয়নের মুন্সীগঞ্জ একাডেমী ফুটবল মাঠে হাজার হাজার জনতার উপস্থিতিতে সমাবেশে এ সময় গণজোয়ার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ ও সাধারণ ভোটারদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো ছিলো, ফ্রিজ মার্কার মুহু মুহু স্লোগানে জয়জয়কার হয়ে যায়। শেষ নির্বাচনী প্রচারণায় পরিচালনা জনসভায় বক্তারা ফ্রিজ মার্কার প্রতি জনতার এই স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি দেখে উল্লোসিত হন।

তারা সমগ্র উপস্থিতিকে সালাম শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানান, এবং সকলের প্রতি ফ্রিজ মার্কায় ভোট দেওয়ার আহবান জানান। আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আলহাজ্ব এম.এ রাজ্জাক খান রাজ সিআইপি এ সময় তিনি হাজার হাজার জনতার উদ্দেশ্যে বলেন এবারের নির্বাচন স্বাধীনতা রক্ষার নির্বাচন এবারের নির্বাচন শেখ হাসিনাকে জয় করার নির্বাচন, তিনি আরো বলেন, চুয়াডাঙ্গার সামগ্রিক উন্নয়নে একজন যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করা আপনাদের নৈতিক অধিকার। সেই কারনে আপনারা অবশ্যই একটি যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে মনোনিবেশ করবেন এবং ৭ জানুয়ারী রবিবার দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে উংসব মুখর পরিবেশে আপনার পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেবেন সেই ক্ষেত্রে ফ্রিজ প্রতীকে ভোট দিতে ভুল করবেন না। আপনাদের প্রতি বিনয়ের সাথে বলছি আমি আপনাদের সাথে ছিলাম আছি এবং থাকবো, সেবার মহিমা নিয়ে আগামী দিনে পথ চলবো, আপনাদের দাবি এবং অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আরো বলতে চাই আমি এই এলাকার সন্তান হিসেবে আগামীর রাজনীতিতে পরিবর্তন চাই এবং জনকল্যাণ মূলক কাজের সাথে থাকতে চাই আমাকে

দোয়া করবেন এবং ফ্রিজ মার্কায় ভোট দিবেন।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক আহ্বায়ক ও সাবেক পৌর মেয়র ওবাইদুর রহমান চৌধুরী জিপু তিনি জনতার উদ্দেশ্যে বলেন, আমাদের প্রার্থী ধর্ম প্ররায়ণ ন্যায় পরায়ণ সৎ এবং সাদা মনের মানুষ আপনারা অবশ্যই এই প্রার্থীকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করবেন। আপনারা নির্ভয়ে ভোটকেন্দ্রে যাবেন ও ফ্রিজ মার্কায় নির্ভয়ে ভোট দিবেন।

এ সময় রাজ্জাক খানের সহধমিণী দিলরুবা তনু বলেন, রাজ্জাক খান আপনাদের গর্বিত সন্তান তিনি আপনাদের দীর্ঘ দীন সেবা করে যাচ্ছেন পাশাপাশি এই এলাকার সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছেন, তিনি আগামীতে আরো সেবা করার জন্য আপনাদের পাশে এসেছেন এবং আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ফ্রিজ মার্কায় ভোট করছেন। যে কারনে আপনারা অবশ্যই এম.এ রাজ্জাক খান রাজের পক্ষে রায় দিবেন এবং তার বিজয়কে সুনিশ্চিত করবেন।

বিশেষ অতিথি চুয়াডাঙ্গা জেলা মুক্তিযোদ্ধা ইউনিটের সাবেক কমান্ডার আবু হোসেন বলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনে আলমডাঙ্গা উপজেলায় ১হাজার ৩শত মুক্তিযোদ্ধা আছে যারা আজকে স্বতন্ত্র প্রার্থী আওয়ামী লীগ নেতা এম.এ রাজ্জাক খান রাজকে সমর্থন করছে এবং তাকে জয়যুক্ত করতে কাজ করে যাচ্ছেন, সুতরাং আসুন সকলেই আমার ফ্রিজ মার্কায় ভোট দিয়ে স্বত্রর প্রার্থী আলহাজ্ব রাজ্জাক খান রাজকে জয়যুক্ত করি।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্রলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকর্মীরা তাদের বক্তব্য বলেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আসুন আমারা এক মঞ্চে আছি এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে সৎ প্রার্থী ফ্রিজ মার্কার পক্ষে জণজোয়ার তুলি, ৭ তারিখে সারাদিন ফ্রিজ মার্কায় ভোট দিন নির্ভয়ে।

উপস্থিত ছিলেন রাজ্জাক খানের পুত্র আল-আকসা তানজিম খান চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি সৈয়দ ফরিদ আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান হাফিজ, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও জেলা যুবলীগের সদস্য শরিফ হোসেন দুদু, বাড়াদী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনি, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জানিফ, ছাত্রলীগ নেতা জাকির

হোসেন জ্যাকি, স্বেচ্ছাসেবক লীগের চুয়াডাঙ্গা সদর শাখার সভাপতি জুয়েল রানা, সাধারণ সম্পাদক ও পৌর কাউন্সিলর মাফিজুর রহমান মাফি, ছাত্রলীগ নেতা সজল আহমেদ, মুফতি আব্দুল্লাহ, আবুল কালাম, নুরুল ইসলাম, মোস্তফা খান, রবজেল আলী, ফয়ছাল, বাদশা, টুটুল, উজ্জল বিশ্বাস, মিলন, ফারুখ, সোহেল, সাজ্জাত, শুকুর আলী, জীবন আহমেদ শামীম, ফয়সাল বিশ্বাস অন্তর, আরিফ, রাব্বী,জিহাদ, শেখ গোলাম মস্তফা শওকত, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুর রহমান প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গায় ফ্রিজ প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী রাজ্জাক খানের নির্বাচনী জনসভা

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী আলহাজ্ব এম.এ রাজ্জাক খান রাজ সিআইপির ফ্রিজ প্রতীকের নির্বাচনী সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বিকালে চুয়াডাঙ্গা শহরের পুরাতন ষ্টেডিয়ামে মাঠে মুক্তিযুদ্ধের সাবেক জেলা কমান্ডার আবু হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের ফ্রিজ মার্কা প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের অর্থ ও পরিকল্পনা বিষয়ক উপকমিটির সদস্য দৈনিক গড়ব বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক আলহাজ্ব এম.এ রাজ্জাক খান রাজ সিআইপি।

এ সময় জনসভায় চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার হাজার মানুষ গণজমায়েতে সৃষ্টি করে।

জনসভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক আহ্বায়ক ও সাবেক পৌর মেয়র ওবাইদুর রহমান চৌধুরী জিপু,চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী আলহাজ্ব এম.এ রাজ্জাক খান রাজের পত্নী দিলরুবা তনু স্বাগত বক্তব্য বলেন আপনারা আর কত অবহেলিত থাকবেন, ঘুড়ে দাড়ানোর সময় এসেছে চুয়াডাঙ্গার জনগণের। আগামী ৭ জানুয়ারি আপনারা আপনাদের ভাগ্যোর পরিবর্তন করুন, ন্যায় ইনসাফ শান্তি শিক্ষা ও আধুনিক



জেলা গঠনে ফ্রিজ মার্কায় ভোট দিন।

বিশেষ অতিথি চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক আহ্বায়ক ওবাইদুর রহমান চৌধুরী জিপু বলেন, আমরা কোন প্রতিপক্ষ কে ভয় পায়
না আমার নির্বাচনের সময় আমাকে দুইবার গুলি করে মেরে ফেলার চেষ্টা
করা হয়েছিলো। তারপরেও আপনাদের দোয়া ও ভালোবাসায় বেঁচে আছি, আপনাদের সমর্থন নিয়ে পাঁচ বছর পৌর বাসীর সেবা করেছি।

তিনি আরো বলেন আমাদের প্রার্থী আলহাজ্ব এম.এ রাজ্জাক খান রাজ একজন সং নির্ভীক ও ধর্ম পরায়ন ব্যাক্তি, সুতরাং আগামী ৭ জানুয়ারি ফ্রিজ মার্কায় ভোট দিয়ে যোগ্য প্রার্থী আলহাজ্ব রাজ্জাক খানকে জয়যুক্ত করুন, এ সময়, হাজার হাজার নেতাকর্মী ও সমর্থকদের বাঁধভাঙ্গা উল্লাসে প্রধান অতিথির বক্তব্যে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী আলহাজ্ব এম.এ রাজ্জাক খান রাজ বলেন আজকের জনসমাবেশে দেখে আনন্দিত ও উচ্ছাছিত আপনাদের দোয়া ও ভালোবাসায় আমি ও আমার পরিবার মুগ্ধ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছরেরও চুয়াডাঙ্গার দৃশ্যমান কোন উন্নয়ন হয়নি। এই জনপদের অবহেলিত মানুষ শিক্ষা স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের রাষ্ট্রিয় সুযোগ থেকে বঞ্চিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দলীয় প্রার্থীর পাশাপাশি স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ভোট করার নির্দেশনা দিয়েছেন, যাতে এলাকার জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জনগণের ভোটে জাতীয় সংসদে আসতে পারেন ও জনগণের সেবা করতে পারেন। ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে পাওয়া এই স্বাধীন রাষ্ট্রকে স্মার্ট রাষ্ট্র তৈরি করার এ প্রত্যয় আজ ও আগামীর প্রজন্মের জন্য এই প্রত্যায় চুয়াডাঙ্গা জেলাকে স্মার্ট ও আধুনিক জেলায় রূপান্তর করতে হলে প্রয়োজন বিশ্বমানের একটি হাসপাতাল। এলাকার কৃষি ও কৃষকের ভাগ্যর পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজন কৃষির আধুনিকীকরণ ও একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করন। পাশাপাশি বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজন সময় উপযোগী শিল্প অঞ্চল গড়ে তুলা। যা আমি আমার নির্বাচনের ইশতেহারে রেখেছি। আমি আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমত ও

আপনাদের দোয়া ও ভালোবাসায় আগামী ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আপনাদের সমর্থন ও ভোটে জয়যুক্ত হয়ে এই এলাকার অধিকার বঞ্চিত মানুষের পাশে থাকবো এবং সেবার মহিমায় সকলকে নিয়ে একটি সুখী সমৃদ্ধশালী জেলায় রূপান্তর করবো এই কারনে শেষ বারের মতো আপনাদের দোয়া ও সমর্থন চাচ্ছি এবং আমার প্রতীক ফ্রিজ মার্কায় ভোট প্রদানের আহ্বান জানাচ্ছি।



এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাজ্জাক খানের পত্নী দিলরুবা তনু ও পুত্র আল-আকসা তানজিম খান, চুয়াডাঙ্গা জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি সৈয়দ ফরিদ আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক হাফিজুর রহমান হাফিজ, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, বাড়াদী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনি, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও জেলা যুবলীগের সদস্য শরিফ হোসেন দুদু, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জানিফ, জাকির হোসেন জ্যাকি, স্বেচ্ছাসেবক লীগের চুয়াডাঙ্গা সদর শাখার সভাপতি জুয়েল রানা, সাধারণ সম্পাদক ও পৌর কাউন্সিলর মাফিজুর রহমান মাফি, মুফতি আব্দুল্লাহ, জেলা পরিষদ সদস্য মিজানুর রহমান জান্টু, টিটু আহমেদ আবুল কালাম, নুরুল ইসলাম, মস্তফা খান, রবজেল আলী, ফয়ছাল, বাদশা, টুটুল, উজ্জল বিশ্বাস, মিলন, ফারুখ, সোহেল, সাজ্জাত, শুকুর আলী, জিহাদ, শেখ গোলাম মস্তফা শওকত, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুর রহমান, প্রমুখ।

পরিবর্তন ও চুয়াডাঙ্গার উন্নয়নে ঈগল প্রতীকে ভোট দিন

চুয়াডাঙ্গা -১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী দিলীপকুমার আগরওয়ালার ঈগল প্রতিকের বিশাল নির্বাচনী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার বিকেলে আলমডাঙ্গা সরকারী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের স্বতন্ত্র ঈগল প্রতিকের প্রার্থী ও কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য দিলীপকুমার আগরওয়ালা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে দিলীপ কুমার আগরওয়ালা বলেন, আমার সামনে যারা বসে আছেন তারা আমার প্রাণশক্তি, তারাই আমার সাহস, তারাই আমার ক্ষমতা। আলমডাঙ্গাবাসী আমি আপনাদের ভাই, আপনাদের সন্তান, আপনাদের আপনজন। আমি চুয়াডাঙ্গা কলেজে পড়েছি। অ্যাডভোকেট শফি মামার হাত ধরে ছাত্রলীগ করতাম। তখন সেই কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলাম। মানুষ মনে করে দিলীপ কোথা থেকে এসেছে। চুয়াডাঙ্গায় ১৯৪২ সালে রুপছায়া সিনেমা হল তৈরি হয়েছিলো। তখন আমার দাদা ওই সিনেমা হল পরিচালনা করতেন। জার্মানির কার্লসরুহে ইউনিভার্সিটি থেকে আমার বাবা লেখাপড়া করে আসেন। টকিজ সিনেমা হলে ১৯৯৪ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত আমি আলমডাঙ্গাতেই ছিলাম। আমি এই জনপদে মাটি ও মানুষের টানে বারবার ছুটে আসি। সেই টান নামিয়েছে ভোটের যুদ্ধে। এই টান ঈগল প্রতিক নিয়ে পরিবর্তনের জন্য নেমেছি।

দিলীপ বলেন, সৃষ্টি কর্তার ইচ্ছায়,আপনাদের চেষ্টায় এই পরিবর্তন আসবেই। পরিবর্তন না আসলে এই জনপদের উন্নয়ন সম্ভব না। আমাদের স্লোগান হবে দ উন্নয়নের স্লোগান’। মহান মুক্তিযুদ্ধে আমার পরিবারের অনেক অবদান রয়েছে। চুয়াডাঙ্গা-আলমডাঙ্গা বাসীকে জিম্মিদশা থেকে মুক্তি দিতে আমি এমপি হতে চায়।

তিনি আরো বলেন, আমার একটাই অনুরোধ-আপনাদের সকলকে ভোটকেন্দ্রে যেতে হবে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে সবাইকে ভোটকেন্দ্রে নিয়ে যাবেন। দিলীপ যদি যোগ্য হয় তবে ভোট দিবেন। আপনার ভোটটি ঈগল প্রতিকেই দিবেন। এই ভোট দিতে হবে পরিবর্তনের জন্য। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য। উন্নত বিশ্ববিদ্যালয় করতে ভোট দিবেন। আপনারা যারা উপস্থিত

রয়েছেন, তারা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিবেন। ঈগলের স্লোগানে অন্যান্য প্রতিকের কথা ভুলে গেছে জনগণ।

দিলীপকুমার আগরওয়ালা আরো বলেন, আপনারা কোন ভুল সিদ্ধান্ত নিবেন না। ভোট সুষ্টু ও নিরপেক্ষ হবে। যার যার ভোট সে সে দিবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আমি ভোটে এসেছি। আমি যদি এমপি নির্বাচিত হয়, প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে মসজিদ, মাদ্রাসা, গোরস্থান, মন্দির ও শ্বশানঘাট নির্মাণ করতে দিবো। আমি নির্বাচিত হতে পারলে, আলমডাঙ্গায় একটি হাসপাতাল ও একটি বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ করে দিবো। আগামি ৭ জানুয়ারি ঈগল প্রতিকে ভোট দিয়ে আমাকে জয়যুক্ত করবেন।

উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি পৌর মেয়র হাসান কাদির গনুর সভাপতিত্বে জনসভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আইয়ুব হোসেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক এ্যাডঃ আব্দুল মালেক, সাবেক জেলা আওয়ামীলীগের নির্বাহী সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল ইসলাম, সাবেক উপজেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক কাজী রবিউল হক, আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট সালমুন আহমেম্দ ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু।

জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক তথ্য ও গবেষনা সম্পাদক, সাবেক চেয়ারম্যান কাউছার আহমেদ বাবলুর উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল হালিম মন্ডল, সাবেক চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম মন্টু, সাবেক চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা মইনদ্দিন পারভেজ, সাবেক চেয়ারম্যান শাখাওয়াত হোসেন টাইগার, জামজামি ইউপি চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম, ডাউকি ইউনিয়ন সভাপতি নুরুল ইসলাম দিপু, খাদিমপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি হ্ফিজুর রহমান বাবলু, চিৎলা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল বাতেন,গাংনি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক রাকিবুল হাসান, বেলগাছি ইউনিয়নের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, কাউন্সিলর আশরাফুল ইসলাম বাবু, কাউন্সিলর জাসদ নেতা ডালিম, উপজেলা জাসদের সভাপতি গেলাম সরোয়ার, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক ক্রীড়া সম্পাদক ও বিআরডিবির চেয়ারম্যান মহিদুল ইসলাম মুহিদ, তবারক হোসেন, কৃষকলীগ নেতা বজলুর রহমান, দীপক বিশ্বাস, কাউসার আলী কসর, সাহাবুল হক, মহিলা নেত্রী সামসাদ রানু, যুবমহিলা আওয়ামীগের জেলা সভাপতি আফরোজা পারভীন, এ্যাড, স্নিগ্ধা, মর্জেম হোসেন, রানা মন্ডল,সাবেক

ছাত্রলীগ নেতা নয়ন সরকার, সেলিম রেজা তপন, সজীব প্রমুখ।